ফটো

সম্প্রতি কানাডা - বাংলাদেশ বৌদ্ধ কাউন্সিলের মাননীয় সভাপতি সোনা কান্তি বড়ুয়া টরন্টোর বৌদ্ধ সম্মেলনে "চর্যাপদ অনুসন্ধানের শতবার্ষিকী" (১৯০৭ - ২০০৭) শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করছেন।

চর্যাপদের আলোকে জামায়াতের কাছে রাষ্ট্রশক্তির মস্তক বিক্রয় কেন?

সোনা কান্তি বড়ুয়া

চর্যাপদ ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক শেখড়ের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিখন্ড। এই চর্যাপদের জন্য জামায়াত নেতাগণ বাংলা বর্ণমালা ধ্বংস করতে পারেনি। শেখ হাসিনা ঢাকায় অবরুদ্ধ অথচ সম্প্রতি জামায়াত নেতা আলি আহসান মুজাহিদ বিদেশে গেছেন। জামায়াতের কাছে রাষ্ট্রশক্তির মস্তক অবনত কেন? একদা ব্রাক্ষণ্যবাদের অমানবিক শৃংখল ভেঙে বাঙালিরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জামায়াতই ১৯৭১ এর শহীদ বুদ্ধিজীবিদেরকে সহ লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যা করেছে। আল - বদরের হাই কমান্ড ছিল (১) মতিউর রহমান নিযামী (২) আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সহ আর ও অনেকের নাম ও ঠিকানা বর্তমান সরকার জেনে ও গ্রেফতার না করে উক্ত হত্যাকারীদেরকে সালাম দিচ্ছেন। জানা গেছে সেনাপ্রধান দেশের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে প্রথম যে

বৈঠক করেন তাতে মজলিশে সুরার সদস্য ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক ও সাবেক সচীব শাহ হান্নানের ছোটভাই শাহ হালিম এবং বি এন পির জামায়াত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন (যায় যায় দিন, ১৬ই জুন ২০০৭)। লোভী ব্রাহ্মণদের মতো জামায়াত মাফিয়ার মগজ ধোলাইয়ের দর্পে মানবতা খর্ব হ'ল কেন?

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা 'বৌদ্ধ চর্যাপদের' সন্ধান পেলাম আজ থেকে শতবর্ষ আগে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালায় প্রাচীন পান্ডুলিপির সন্ধান (১৯০৭ - ২০০৭) করতে গিয়ে মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় উক্ত বৌদ্ধ চর্যাপদের মরমী সংগীতগুলো আবিস্কার করেন এবং ভাষা আন্দোলনের আলোকে চর্যাপদ সন্ধানের (১৯০৭- ২০০৭) শতবার্ষিকী । স্বদেশের গৌরবোজ্বল মাতৃভাষা রক্ষা করার জন্য ঢাকার রাজপথে বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারী পাকিস্নানী পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার সহ আরও অনেকে। নিজের মাতৃভাষা ও দেশকে স্বাধীন করার পর বাঙালী বিশ্বের সকল জাতীর মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে চেয়েছে বলে অমর একুশে আজ জাতিসজ্ঝ স্বীকৃত আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বৌদ্ধ পাল রাজত্বের পতনের যুগে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূনরুত্থান কালে অস্থির ঘটনা চাঞ্চল্যের দ্বারা চঞ্চল সেন বর্মন রাষ্ট্রের প্রবল আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে চর্যাপদের জন্ম আধুনিক গণতান্ত্রিক অধিকারের মেনিফিষ্টো হিসেবে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বাঙালীর সর্বপ্রথম গনতন্ত্রের বীজ 'বাক স্বাধীনতার অধিকার'। বাংলা ভাষার প্রথম 'বিপ্লবী মিনার'। বৌদ্ধ কবি ও সাধকগন বিপুল প্রজ্ঞা ও ক্ষুরধার বৌদ্ধদর্শন প্রয়োগ করে মনুষ্যত্বের উন্মেষ বিকাশে চর্যাপদের (৮ম - ১২শ শতাব্দী) এক একটি কবিতা রচনা করতেন। মানুষের দেশ মানুষের মনেরই সৃষ্টি।

কয়েক বছর পূর্বে বিদুষী লেখিকা হাসনা জসিমউদ্দিন "A Thousand Years' History of the Ancient Bengali Literature" শীর্ষক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে ধন্য হয়েছেন। তিনি ভূটানের রাজদরবারের প্রজ্ঞাপারমিতা জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের দুর্লভ হস্তলিখিত পুঁথির ফটোকপি এবং চর্যাপদের বৌদ্ধ কবি ও ৬৪ সিদ্ধাচার্যগণের ছবি সহ আরও অনেক মূল্যবান সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়বস্তু সবিস্তারে ইংরিজী ভাষায় সম্পাদনা করেছেন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, চর্যাপদগুলো নিয়ে যখন আমরা আলোচনায় বসি তখন সাধারণতঃ একটা প্রশ্ন জাগে যে, বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন এ চর্যাপদগুলো নেপালে ও ভূটানে পাওয়া গেল কেন? চর্যাকারদের জীবনী গ্রন্থগুলোই বা তিব্বতি ভাষায় লেখা কেন? এ সমস্ত সমস্যামূলক প্রশ্নের উত্তরদানে একটু আলোচনা দরকার।

অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু যর্থাথই লিখেছেন, 'অবশেষে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধমত তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে যাইয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের এই পরাজয় এত সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে, ধর্মের সঙ্গে ধর্মগ্রন্থ সমূহ ও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। থেরবাদ সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে, আর মহাযান মতের শাস্ত্র সমূহ পাওয়া গিয়াছে প্রধানতঃ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে। চর্যাপদের পুঁথি নেপালে আবিস্কার হইয়াছিল। আর ইহার অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়োছে তিব্বতি ভাষায়। এখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সমাধীর স্মৃতি চিহ্ন

মাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে।" সুসভ্য চীন জাপান সহ পৃথিবীর অনেক দেশের কোটি কোটি জনতা বুদ্ধের ধর্ম গ্রহন করে বৌদ্ধ হলেন। কিন্তু গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বানের (মৃত্যুর) প্রায় দেড় হাজার বছর পর কতিপয় মৌলবাদী ব্রাহ্মণ পন্ডিতের দল বুদ্ধকে রাতারাতি হিন্দুর নবম অবতার করে সর্বগ্রাসী হিন্দু ধর্মের ফায়দা লুটে নিলেন। যেমন সম্রাট আকবরের শাসনামলে আর এক পন্ডিতের দল আল্লাহ উপনিষদ রচনা করে হিন্দুর রাজনৈতিক মঞ্চ আরো শক্ত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে বাঙালীর ঘরে ঘরে সিদ্ধার্থ রায়, সিদ্ধার্থ আহমেদ, অমিতাভ চৌধুরী, তথাগত রায়, বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও গৌতমদের এত ছড়াছড়ি, সে কি বৌদ্ধ ইতিহাসের জীবন্ত স্বাক্ষর নয়? বাংলায় অন্তত চারশ' বছরের বৌদ্ধ সংস্কৃতির দান এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাঙালীরা বীরের বংশ। বাংলার মহাসম্রাট ধর্মপালের (৭৭০-৮১০ খৃঃ) রাজত্বের সীমানা ছিল বিশাল এবং তিনিই ভারতের বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বের মানচিত্রে পূর্বে আসাম, পশ্চিমে গান্ধার, উত্তরে জলন্ধর ও দক্ষিণে বিন্ধগিরি (পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাটনায় স্থাপন করা হয়েছিল বৌদ্ধ পাল সাম্রাজ্যের সামরিক রাজধানী। তখন মহাকালের প্রসারিত পথের ওপর দিয়ে চলেছে বাঙালী ইতিহাসের পাল সাম্রাজ্যের স্বর্ণময় রথ। সে রথের আরোহী মহাশক্তিমান দিগ্বিজয়ী সম্রাট ধর্মপাল ছিলেন এক কালজয়ী ভারত বিজয়ী বাঙালী মহাবীর। পাল রাজাদের সাথে ইন্দোনেশীয়া ও কম্বোডিয়ার রাজাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

বাংলা বর্ণমালার বয়স কত? সিদ্ধার্থ (বুদ্ধ) বাল্যকালে যে বাংলা লিপি অধ্যায়ন করেছিলেন তা বাংলা বিশ্বকোষে (১৩শ ভাগ, পৃঃ ৬৫) সগৌরবে লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাভাষার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ বুদ্ধের বাংলা থেকে সিংহল (শ্রীলংকা) বিজয়ী বীর বিজয় সিংহের ইতিহাস সিংহল অবদান জাতকের ছবি আওরাংগাবাদের নাসিকের অজন্তার চিত্রগূহায় লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও চর্যাপদের যুগে তা সংযোজন করা হয়নি; কারন বৌদ্ধধর্ম সিন্ধুসভ্যতা থেকে শুরু হয়েছে। তাই বৈদিক সভ্যতার অন্যতম অবদান রামায়ণের অযোধ্যা অধ্যায়ের বত্রিশ নম্বর শ্লোকে লিপিবদ্ধ আছে, "বুদ্ধ চোর এবং বৌদ্ধগণ নাস্তিক।" হিন্দু ও মুসলমান উভয় মৌলবাদীদের আঘাতে আঘাতে বাংলাভাষা ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয় মহাবংশ ও দ্বীপবংশে প্রাচীন বাংলার দুর্লভ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের হিসেবে বাংলা বর্ণমালার বয়স তিন হাজার বছর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আমি থাই ভাষা অধ্যায়ন করার সময় বাংলাভাষার সঙ্গে থাই ভাষার খুব মিল খুঁজে পেয়েছি। কারণ পালি ভাষাই শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষাসমূহের অন্যতম প্রধান উৎস।

অধ্যাপক হরলাল রায় তাঁর লেখা 'চর্যাগীতি' গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'ধর্মকোলাহলেই বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশ। ভারতেই আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় পালি সাহিত্যের উৎপত্তি। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই বৌদ্ধ ধর্ম ভারত হতে বিতারিত হয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৌদ্ধ ধর্ম তাঁর জন্মভূমি হতে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বেই আমরা সারা ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূনরুত্থান দেখতে পাই। সংস্কৃত ভাষা ও চর্চা চলেছে তখন পুরোদমে। তাঁরাই বিধান দিলেনঃ অষ্টাদশ পূরণানি রামস্যচরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। এভাবে যাঁরা সংস্কৃতকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, তাদের পক্ষে যে অন্য ভাষা সহ্য

করা অসম্ভব ছিল তা মনে করা যুক্তিযুক্ত। সর্বগ্রাসী হিন্দুধর্ম শক্তিশালী অনার্য সভ্যতাকে আয়ত্ত করে নিজের কুক্ষিগত করেছিলেন। বিশেষতঃ কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূনরুত্থান আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। এ সময়ে বৌদ্ধ সমাজের বুদ্ধিজীবিগণ নিস্তেজ হয়ে পড়েন এবং রিক্ত সর্বশান্ত হয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ হতে তিব্বত ও আসামের দিকে সরে পড়েছেন।

একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হলো সাধক চর্যাকারগনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। যার দূর্ণিবার জীবন্ত স্রোত হাজার বছরের সংকোচের জগদ্দল পাথর ভেঙ্গে এলো আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারীর উনিশশো বায়ান্ন সাল থেকে আজকের বাঙালী ঐতিহ্যমন্ডিত আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালী জাতি আবার নতুন সহস্রাব্দের আলোকে আবিস্কার করবে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ চর্যাপদের প্রতিটি শব্দ ও তার গভীর মর্মার্থকে। কারণ দেশ ও ভাষা বাঙালীর কাছে নিরেট বাস্তব, অতিশয় অপরিহার্য। বৌদ্ধ চর্যাপদ পাঠ এবং গবেষণার সময় মনে হবে বাংলা কেবল একটি দেশ নয়, সে একটি সভ্যতা, একটি সংস্কৃতি, একটি অপাপবিদ্ধ জীবনাদর্শ বা জীবন দর্শণের প্রতীক, যার মর্মবাণী হল বিশ্ব মানবতাবাদ। পরকে আপন করে দেখা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনেক ভারতীয় লেখক ও পন্ডিত মনে করেন যে ভারতে বৌদ্ধ রাজাদের অহিংসা ও সন্ন্যাস নীতির কারণে ভারতীয় সামরিক শক্তির অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের তুর্কি সৈন্যদল ভারত ও বাংলা জয় করে নিল। যাঁরা ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের জিজ্ঞাস্যঃ পাঠান ও তুর্কি সৈন্যগণ কি শুধু বৌদ্ধ বিহার, বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্দির ধ্বংস করল? তাহলে পুরীর বৌদ্ধবিহারকে কারা হিন্দুর জগন্নাথ মন্দিরে দীক্ষা দিল? বাবরি মসজিদ যারা ভেঙ্গেছে তাদের পূর্ববংশেরা অনেক বৌদ্ধবিহার দখল করে নিয়েছে এবং বৌদ্ধ ধর্মের স্বাধীনতা হরণ করেছে। পাল রাজাগণ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। বৌদ্ধ বিদ্বেষী কতিপয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রকে রাজা ক্ষমা করেছিলেন। Histroy repeats itself বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দন্ডিত রাজাকারদের ক্ষমা করার পরের ঘটনা সমূহ আমরা সবাই জানি। ঠিক তেমনি বিজয় সেন সুদূর কর্ণাটক থেকে এসে বাংলা দখল করে নিল এবং বহিরাগত সেন রাজারা যে চারশ বছরের পাল সাম্রাজ্যের সমদর্শী সংস্কৃতি ও প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ঘটিয়েছে। বাঙালীর মুখ থেকে বাংলা ভাষা কেড়ে নিয়ে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি তন্ত্র চাপিয়ে দিল। বলতে গেলে সমাজ জীবনের ও ব্যক্তি জীবনের সর্বত্র তখন ব্রাহ্মণ আধিপত্য। নিপীড়িত মানবাত্মার জয়গানে মুখরিত এই চর্যাগুলো। বাঙালী সমাজের এই করুণ ছবি দেখতে পাই ৩৩ নং চর্যায়। ”টালত মোর ঘর নাঁহি পড়বেসী। হাড়ীতে ভাত নাঁহি নিতি আবেশী। এর মানে, নিজ টিলার উপর আমার ঘর। প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নাই, অথচ নিত্য ক্ষুধিত।” সেন রাজত্ব মানে কর্ণাটকের ব্রাহ্মণদের অধীনে বাংলা, নিজ বাসভূমেই পরবাসী করে দিয়েছে বাঙালীকে। ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগে তবু বাঙালী দুহাতে অনন্ত সমস্যার পাথর সরিয়ে জীবনের যাত্রা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছিল অন্যতর আলোর লক্ষ্যে। চর্যাপদের গীতিকার গুরু কাহ্নপাদ একজন বিখ্যাত কবি ও সাধক ছিলেন এবং তিনি অনেক শিষ্য নিয়ে রাজশাহীর পাহাড়পুরের সোমপুরী বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। বিশ্বে যেসব

উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির তালিকা জাতিসংঘের UNESCO তে রয়েছে তার মধ্যে পাহাড়পুরের মহাবিহার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের শিল্প সুষমায় ভরা এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মানশৈলী, এর বিশাল প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ালে চোখে পড়ে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে গৌতমবুদ্ধ বসে আছেন পদ্মাসনে ধর্মচক্র মুদ্রায়। তা দেখে মন আপনাতেই সশ্রদ্ধায় নমিত হয়ে আসে। বিশাল এলাকা জুড়ে এর অবস্থানে সারি সারি কক্ষ বৌদ্ধ সাধক ভিক্ষুদের বাসস্থান। ইতিহাসের ধূসর পাতায় লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের সবুজ ছবি। মানুষের কথা, সত্য, সুন্দর আর বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষা আন্দোলনের ইতিকথা।

লেখক এস বড়ুয়া খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, কথাশিল্পী, বিবিধগ্রন্থ প্রনেতা এবং প্রবাসী কলামিষ্ঠ ।

----

barua_s@hotmail.com